সংবাদ 2

তারিখ ... 24/1/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

012

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ১০ই মাঘ, ১৩৮৯

পরীক্ষার ফল ও শিক্ষার মান

পরীক্ষার ফল দেখে হতাশ হতে হয়। ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বি, এস সি এবং বি, কম পরীক্ষার পাসের হার যথাক্রমে শতকরা ১৪ দশমিক ৭ এবং ১০ দশমিক ৬। এ দু'টি বিভাগে ৪০টি কলেজ থেকে কোন পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। বি, এসসি পরীক্ষায় মাত্র ২ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে পাস করেছে। বি, কম পরীক্ষায় কেউই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়নি।

বি,এস সি এবং বি,কম সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় পাসের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। ৫টি কলেজ থেকে কেউ বি,এসসি পরীক্ষায় পাস করেনি এবং ৩৫টি কলেজ থেকে কেউই বি,কম পরীক্ষায় পাস করেনি।

এই পরীক্ষার ফল থেকে বুঝা যায় শিক্ষার মান কোন্ পর্যায়ে নেমেছে। বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনার ব্যাপারে কী ঘটেছে তাও অনুমান করা যায়। কিন্তু অনুমান দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই বিপর্যয়ের মূলে কী কী কারণ কাজ করেছে, তৎসম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটা তদন্ত চালানো প্রয়োজন।

পাসের এরকম অপ্রত্যাশিত কম হার থেকে বোধ হয় একটা কথা বলা চলে যে, নকল করার ব্যাপারে এবার সুবিধা করতে না পারার কারণেই উত্তীর্ণের সংখ্যা কম। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এস,এস,সি পরীক্ষার মেধাতালিকায় যারা প্রথম ২০টি স্থান দখল করেছিল, তারা অনেকেই সেসব ঐতিহ্যবাহী স্কুল থেকে আসেনি, যেখান থেকে প্রতিবছরই প্রথম ২০ জনের মধ্যে অধিক সংখ্যক উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী থাকত। গত এস,এস,সি পরীক্ষায় তাদের চিরাচরিত সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এনিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে পাসের হার ঝট করে এমন নেমে গিয়েছিল যে, তাকে বিপর্যয় আখ্যা দিয়ে ছাত্র-অভিভাবক মহল উচ্চ শিক্ষা লাভে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মোট নম্বর সংখ্যার পরিমাণ কমানোর আবেদন-নিবেদন কম করেননি।

স্বাধীনতার পর নকল করার ব্যাপারে এমন একটা 'ঐতিহ্য' সৃষ্টি হয়েছিল যে, একে গণ-নকল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। শিক্ষার অনেকখানি জুড়ে আছে এই নকলপ্রবণতার স্থান। এই নকল করার ক্ষেত্রে ছাত্রদের সাহায্যকারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষক পর্যন্ত ছিলেন। অপরদিকে নকল ধরতে গিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন এমন নজিরও ভূরি ভূরি রয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে নকলের ব্যাপারে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই এস, এস,সি পরীক্ষায় পাসের হার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে যায়। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বি, এসসি এবং বি, কম পরীক্ষায় পাসের নিম্ন-হারের পিছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে নকল করার সুবিধা ব্যাহত হওয়া অন্যতম কারণ, তা অনায়াসে ধরে নিতে পারি।

পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথাটা ওঠে। কেরানী সৃষ্টির জন্য শিক্ষাদান রীতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অতীতে কথা উঠেছে এবং পরিবর্তন-দাবী করা হয়েছে, কিন্তু কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি নেয়া হবে তার কোন স্পষ্ট রূপরেখা গড়ে উঠেনি। ওই পুরানো কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষানীতি চুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বড়জোর।

এবার ৪০টি কলেজ থেকে উভয় বিভাগে কোন ছাত্রই পাস করেনি। এই পরিস্থিতিটা উপেক্ষা করার মত নয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থাটা এমনই ঘুণে ধরে গেছে যে, এ ৪০টি কলেজ থেকে কেউ পাস করতে পারেনি---এধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া থেকে বড়জোর ছাত্র ও শিক্ষক উভয় মহলকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে দায়িত্বমুক্ত করার পথ মিলতে পারে, কিন্তু তা যুক্তির কথা নয়।

শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার মূলে সামাজিক অস্থিরতা, হতাশা, দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ আবর্তে শিক্ষক ও ছাত্রের সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণের মানসিকতা এবং সর্বোপরি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা কী তা বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষমতা, পদ, সরকারী অনুগ্রহ লাভ ইত্যাদি নিয়ে দলাদলি বাড়ছে। উপ-দলীয় কোন্দল কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে তা শিক্ষকদের সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ, আদালতের দ্বারস্থ হওয়া এবং উপর মহলে কান ভাঙ্গানোর রীতিনীতি থেকে কিছুটা আঁচ করা চলে। এসব ঘটনা ও কাজকারবারকে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত করা অপেক্ষা সামাজিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কার্যকারণের সাথে যুক্ত করাই অধিক সঙ্গত বলে মনে হয়।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হলে চলবে না, শিক্ষক-অভিভাবক মহলের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ যে ধ্বংসের মুখোমুখি তা চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। স্কুল-কলেজগুলোতে নিয়মনীতি ও শৃংখলার দারুণ অবনতি ঘটেছে এবং ঠিক তদনুপাতে শিক্ষার ব্যবসাটা জমজমাট হয়ে উঠছে, এ সত্যটাকেও স্বীকৃতি দেয়া উচিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর হস্তে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডিসমূহে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বিস্তারের জন্য পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতের বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়। সর্বত্রই সৎ ও আদর্শবাদী শিক্ষকের বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন। বিশেষ মহলের অনুগ্রহপুষ্ট কিংবা ছত্রছায়া লাভে-উন্মুখ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত শিক্ষকদের কর্তৃত্ব বহাল তবিয়তে রেখে ছাত্রদের কোন সুষ্ঠু শিক্ষাদান সম্ভবপর নয়। দেখা গেছে যে, উপর মহলে কিংবা সরকারী মহলে শিক্ষকদের একটা অংশের তদ্বির করতেই সময় কেটে যায়। অপরদিকে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত টলে উঠেছে। ছাত্র ভর্তি থেকে পরীক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে টাকার খেলা চলে এবং শিক্ষকদের একটা অংশ তার সাথে কীভাবে জড়িত তা কয়েকদিন আগে কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বরখাস্তের খবর থেকে পরিষ্কার। অতীতে এধরনের ঘটনা ছিল ব্যতিক্রম।

কাজেই শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার পিছনে যে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া কাজ করছে তার প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিয়ে প্রতিবিধান খুঁজতে হবে, কোন একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অব্যবস্থা-দুর্নীতি দূর করা যাবে না।